اَلْمَسَائِلُ الْمُهِمَّةُ الَّتِيْ تَتَعَلَّقُ بِالْعَقِيْدَةِ

আক্বীদাহ সংক্রান্ত কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ মাস'আলা

তাওহীদ এবং শিরক

শায়েখ আবুল কালাম আযাদ

(লিসান্স, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়
এম.এম, এম.এম ও দাওরা হাদীছ ঢাকা)

1401081 بنغالي

স-সুলাই ইসলামী দা'ওয়া সেন্টার
াঃ বক্স নং ১৪১৯, রিয়াদঃ ১১৪৩১, ফ্যাক্সঃ ২৩২,
ফোনঃ ২৪১৪৪৮৮–২৪১[illegible]৬১৭, সাউদী আরব
E.mail: sulay@w.cn

আক্বীদা সংক্রান্ত কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ মাস'আলাহ

১. প্রশ্নঃ মহান আল্লাহ কোথায় অবস্থান করেন ?

উত্তরঃ মহান আল্লাহ আরশে আযীমের উপর অবস্থান করেন। আল্লাহর কথাই এর দলীল।

﴿الرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰى﴾ (سورة طــه :٥)

অর্থঃ "(তিনি আল্লাহ) পরম দয়াময় আরশের উপর সমুন্নত রয়েছেন" (ত্বা-হা, ৫)।

মহান আল্লাহ আসমানের উপর বা আরশে আযীমের উপর সমুন্নত আছেন, এটা কুরআন মাজীদের ৭টি আয়াত দ্বারা প্রমাণিত। অতএব যারা দাবী করেন যে, মহান আল্লাহ সর্ব জায়গায় বিরাজমান, অথবা তিনি মু'মিন বান্দার ক্বলবের ভিতর অবস্থান করেন, আর মু'মিন বান্দার ক্বলব বা অন্তর হলো আল্লাহর আরশ বা ঘর, তাদের এ সমস্ত দাবী সবই মিথ্যা ও ভিত্তিহীন।

২. প্রশ্নঃ মহান আল্লাহর চেহারা অর্থাৎ মুখমণ্ডল আছে কি ? থাকলে তার দলীল কী ?

উত্তরঃ হাঁ, মহান আল্লাহর চেহারা অর্থাৎ মুখমণ্ডল আছে। আল্লাহর কথাই এর দলীল ।

﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقٰى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾

(سورة الرحمن: ٢٦-٢٧)

অর্থঃ "(কিয়ামতের দিন) ভূপৃষ্ঠের সবকিছুই ধ্বংস হয়ে যাবে। (হে রাসূল! (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) আপনার মহিমাময় ও মহানুভব পালন কর্তার চেহারা মুবারক অর্থাৎ সত্তাই একমাত্র বাকী থাকবে।" (আর-রাহমান, ৩৬-৩৭)

৩. প্রশ্নঃ মহান আল্লাহর কি হাত আছে? থাকলে তার দলীল কী?

উত্তরঃ হাঁ, মহান আল্লাহর হাত আছে, আল্লাহর কথাই এর দলীল।

﴿قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ الْعَالِينَ﴾ (سورة ص:٧٥)

অর্থঃ "আল্লাহ বললেন, হে ইবলীস ! আমি নিজ হাতে যাকে সৃষ্টি করেছি, তার সামনে সিজদা করতে তোমাকে কিসে বাধা দিল"? (ছোয়াদ,৭৫)

৪. প্রশ্নঃ মহান আল্লাহর কি চক্ষু আছে? থাকলে তার দলীল কি?

উত্তরঃ হাঁঃ, মহান আল্লাহর চক্ষু আছে। আল্লাহর কথাই এর দলীল। যেমন তিনি মূসা (আঃ) কে লক্ষ্য করে বলেছিলেন,

﴿وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي﴾ (سورة طــه :٣٩)

অর্থঃ "আমি আমার নিকট হ'তে তোমার উপর ভালবাসা ঢেলে দিয়েছিলাম, যাতে তুমি আমার চোখের সামনে প্রতিপালিত হও। (ত্বা-হা, ৩৯) এমনিভাবে আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম)-কে সান্ত্বনা দিতে যেয়ে বলেন,

﴿وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا﴾ (الطور:٤٨)

অর্থঃ "[হে রাসূল! (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম)] আপনি আপনার পালন কর্তার নির্দেশের অপেক্ষায় ধৈর্য ধারণ করুন, আপনি আমার চোখের সামনেই রয়েছেন। (আত-তূর,৪৮)

৫. প্রশ্নঃ মহান আল্লাহ শুনেন এবং দেখেন, এর দলীল কী?

উত্তরঃ মহান আল্লাহ শুনেন এবং দেখেন। আল্লাহর কথাই এর দলীল। যেমন তিনি বলেন,

﴿إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ﴾ (سورة المجادلة:١)

অর্থঃ "নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা শ্রবণ করেন ও দেখেন।" (আল মুজাদালাহ, ১)

৬. প্রশ্নঃ মানুষের শ্রবণ শক্তি ও দর্শন শক্তি, অপর দিকে মহান আল্লাহর শ্রবন শক্তি ও দর্শন শক্তি, এ দুয়ের মাঝে কোন পার্থক্য আছে কি?

উত্তরঃ হাঁ, মানুষেরা কানে শুনে ও চোখে দেখে, অপর দিকে মহান আল্লাহ কানে শুনেন ও চোখে দেখেন, এ দুয়ের মাঝে অবশ্যই বিরাট পার্থক্য রয়েছে। মহান আল্লাহর কথাই এর দলীল।

যেমন তিনি বলেন,

﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ (سورة الشورى: ١١)

অর্থঃ "আল্লাহর সদৃশ কোন বস্তুই নাই এবং তিনি শুনেন ও দেখেন।" (শূরা, ১১)

বাস্তবতার আলোকে চিন্তা করলে আমরা বুঝতে পারি যে, নিঃসন্দেহে মানুষের দৃষ্টি শক্তি ও শ্রবণ শক্তির একটা নির্ধারিত আয়তন, সীমা বা দূরত্ব আছে, যার ভিতরের বস্তুগুলি মানুষেরা সহজে চোখে দেখতে পায় ও আওয়াজ বা শব্দ সমূহ সহজে কানে শুনতে পায়। তবে ঐ নির্ধারিত সীমা বা দূরত্বের বাহিরে চলে গেলে তখন মানুষ আর কিছুই চোখে দেখতেও পায় না আর কানে শুনতেও পায় না। অপর দিকে মহান আল্লাহর দর্শণ শক্তি ও শ্রবণ শক্তির জন্য নির্ধারিত কোন সীমা বা দূরত্ব বলতে কিছুই

নেই। যেমন মানুষেরা ২/৩ হাত দূর থেকে বইয়ের ছোট অক্ষরগুলি দেখে পড়তে পারে, কিন্ত ৭/৮ হাত দূর থেকে ঐ অক্ষরগুলি আর পড়া সম্ভব হয় না। এমনি ভাবে মানুষের চোখের সামনে যদি সামান্য একটা কাপড় বা কাগজের পর্দা ঝুলিয়ে রাখা হয় – তাহলে ঐ কাপড় বা কাগজের ও পাশে সে কিছুই দেখতে পায় না। এমনিভাবে মানুষেরা গভীর অন্ধকার রাতে কিছুই দেখতে পায় না। অপর দিকে মহান আল্লাহ তা'আলা অমাবশ্যার ঘোর অন্ধকার রাতে কাল পাহাড় বা কাল কাপড়ের উপর দিয়ে কাল পিপড়া চলাচল করলেও সেই পিঁপড়াকে দেখতে পান এবং তার পদধনি শুনতে পান।

৭.প্রশ্নঃ একমাত্র মহান আল্লাহ ছাড়া দুনিয়ায় আর কেউ গায়েবের খবর রাখেন কি?

উত্তরঃ না, একমাত্র মহান আল্লাহ ছাড়া দুনিয়ায় আর কেউ গায়েবের খবর রাখেন না। আল্লাহ তা'আলার কথাই এর দলীল। যেমন তিনি বলেন,

﴿إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ﴾ (البقرة:٣٣)

অর্থঃ "নিশ্চয়ই আমি আল্লাহ আসমান ও যমীনের যাবতীয় গোপন বিষয় সম্পর্কে খুব ভাল করেই অবগত আছি, এবং সে সব বিষয়েও জানি যা তোমরা প্রকাশ কর, আর যা তোমরা গোপন রাখ।" (বাক্বারাহ,৩৩)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لاَ يَعْلَمُهَا إِلاَّ هُوَ﴾ (الأنعام :٥٩)

অর্থঃ "সেই মহান আল্লাহর কাছে অদৃশ্য জগতের সমস্ত চাবি রয়েছে। সেগুলো একমাত্র তিনি ছাড়া আর কেউই জানে না। (আন'আম, ৫৯)

৮. প্রশ্নঃ দুনিয়ার জীবনে মু'মিন বান্দাদের পক্ষে স্বচক্ষে অথবা স্বপ্নযোগে মহান আল্লাহর দর্শন লাভ করা অর্থাৎ আল্লাহকে দেখা কি সম্ভব ?

উত্তরঃ না, দুনিয়ার জীবনে মু'মিন বান্দাদের পক্ষে স্বচক্ষে অথবা স্বপ্ন যোগে মহান আল্লাহকে দেখা সম্ভব নয়। আল্লাহর কথাই এর দলীল। যেমন তিনি বলেন,

﴿قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَانِي ..﴾ (الأعراف:١٤٣)

অর্থঃ "তিনি (মূসা (আঃ) আল্লাহকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন,) হে আমার প্রভূ ! তোমার দীদার আমাকে দাও, যেন আমি তোমাকে দেখতে পাই। উত্তরে মহান আল্লাহ (মূসা (আঃ) কে) বলেছিলেন, হে মূসা! তুমি আমাকে কস্মিনকালেও দেখতে পাবে না। (আ'রাফ, ১৪৩)

উক্ত আয়াত দ্বারা এবং আরো অন্য আয়াত দ্বারা এটাই প্রমাণিত হলো যে, সৃষ্ট জীবের কোন চক্ষু এমনকি নাবী ও রাসূলগণের কেউই দুনিয়ার জীবনে মহান আল্লাহকে দেখতে পায় নি আর কেউ পাবেও না। অতএব যারা বা যে সমস্ত নামধারী পীর সাহেবরা দাবী করে যে, তারা স্বপ্নে আল্লাহকে দেখতে পায়, তারা ভন্ড, ও মিথ্যুক এতে কোন সন্দেহ নেই।

৯– প্রশ্নঃ আমাদের নবী মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) কি মাটির তৈরি না নূরের তৈরি ?

উত্তরঃ আমাদের রাসূল মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) মাটির তৈরী। আল্লাহর কথাই এর দলীল। যেমন তিনি বলেন,

﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَـٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ﴾
(الكهف:١١٠)

অর্থঃ "আপনি (হে রাসূল! (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) উম্মাতে মুহাম্মাদীদেরকে) বলে দিন যে, নিশ্চয়ই আমি তোমাদের মতই একজন মানুষ, আমার প্রতি অহী নাযেল হয় যে, নিশ্চয় তোমাদের উপাস্যই একমাত্র উপাস্য। (আল-কাহফ, ১১০)

উক্ত আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, আমাদের নবী মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) দৈহিক চাহিদার দিক দিয়ে আমাদের মতই মানুষ ছিলেন। তিনি খাওয়া-দাওয়া, পেশাব-পায়খানা, কেনা-বেচা, বিবাহ-শাদী, ঘর-সংসার সবই আমাদের মতই করতেন। পার্থক্য শুধু এখানেই যে, তিনি আল্লাহর প্রেরিত রাসূল ও নবী ছিলেন, তাঁর কাছে আল্লাহর তরফ থেকে দুনিয়ার মানুষের হিদায়াতের জন্য অহী নাযেল হ'ত, আর আমাদের কাছে অহী নাযেল হয় না। অতএব যারা রাসূলের প্রশংসা করতে যেয়ে নূরের নবী বলে অতিরঞ্জিত করল, তারা রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) - এর প্রতি মিথ্যার অপবাদ দিল।

১০. প্রশ্নঃ অনেক বই পুস্তকে লেখা আছে, এ ছাড়া আমাদের দেশের ছোট খাট বক্তা থেকে শুরু করে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বক্তাদের অধিকাংশই বলে থাকেন যে, মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম)-কে সৃষ্টি না করলে আল্লাহ তা'আলা আসমান-যমীন, আরশ-কুরসী কিছুই সৃষ্টি করতেন না– এ কথাটি ঠিক না বেঠিক ?

উত্তরঃ উল্লিখিত কথাগুলো সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, বানোয়াট ও মিথ্যা। কারণ কুর'আন ও ছহীহ হাদীছ থেকে এর স্বপক্ষে কোন দলীল নেই। অপরদিকে কুর'আন মাজীদের সূরা আয-

যারিয়াতের ৫৬ নং আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেছেন যে, "আমি জ্বিন জাতি এবং মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছি একমাত্র আমার ইবাদাত করার জন্য' ।

১১. প্রশ্নঃ আমাদের নবী মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) কি গায়েবের খবর রাখতেন?

উত্তরঃ না, আমাদের নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) গায়েবের খবর রাখতেন না। আল্লাহর কথাই এর দলীল। যেমন তিনি বলেন,

﴿قُل لاَّ أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلاَ ضَرًّا إِلاَّ مَا شَاء اللّهُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لاَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ﴾

(الأعراف،١٨٨)

অর্থঃ ("হে মুহাম্মাদ (ছালালা-হু আলাইহি অ-সালাম)) আপনি ঘোষণা করে দিন যে, একমাত্র আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া আমার নিজের ভাল-মন্দ, লাভ-লোকসান, কল্যাণ-অকল্যাণ ইত্যাদি বিষয়ে আমার কোনই হাত নেই। আর আমি যদি গায়েবের খবর জানতাম, তাহ'লে বহু কল্যাণ লাভ করতে পারতাম, আর কোন প্রকার অকল্যাণ আমাকে স্পর্শ করতে পারত না। (আল-আ'রাফ, ১৮৮) বাস্তবতার আলোকে আমরা একথা বলতে পারি যে, রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম)যদি গায়েবের খবর জানতেন, তাহ'লে অবশ্যই তিনি ওহুদের যুদ্ধে, বদরের যুদ্ধে, তায়েফে এবং আরো অন্যান্য অবস্থার পরিপেক্ষিতে কঠিন বিপদের সম্মুখীন হতেন না।

১২.প্রশ্নঃ অনেক আলেম ও বক্তারা বলে থাকেন যে, আমাদের নবী মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম)-এর দেহ বা শরির মুবারকের চারি পার্শে যে সমস্ত মাটি রয়েছে - সে

সমস্থ্ মাটির মূল্য বা মর্যাদা আল্লাহর আরশের মূল্য বা মর্যাদার চেয়েও বেশী।এ কথাটি ঠিক না বেঠিক ?

উত্তরঃ উল্লিখিত কথাটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, বানোয়াট ও মিথ্যা, কেননা কুর'আন ও হাদীছ থেকে এর স্বপক্ষে কোন কিছুই পাওয়া যায় না।

১৩. প্রশ্নঃ অনেকেই নামধারি পীর-মুর্শিদ, অলী-আওলিয়াদের এবং মুহাম্মাদ (ছালালা-হু আলাইহি অ-সালাম)-এর অসীলা করে আল্লাহর নিকট দু'আ করে থাকে । এটা জায়েয কি জায়েয নয়?

উত্তরঃ উল্লিখিত বিষয়টি জায়েয নয়। কেননা মৃত ব্যক্তির অছিলা করে আল্লাহর কাছে দুয়া করা নিষেধ বা হারাম, সেই মৃত ব্যক্তি কোন নবী বা রাসূল হোন না কেন।

১৪. প্রশ্নঃ 'মীলাদ মাহফিল' কায়েম করা অর্থাৎ রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম)-এর জন্ম বার্ষিকী পালন করা জায়েয কি জায়েয নয়? যদি জায়েয না হয়, তাহ'লে আমাদের দেশের অধিকাংশ আলেম-উলামারা মীলাদ পড়ান কেন?

উত্তরঃ 'মীলাদ মাহফিল' কায়েম করা অর্থাৎ রাসূলুল্লা-হ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম)-এর জন্ম বার্ষিকী পালন করা নিঃসন্দেহে না জায়েয। কারণ এর স্বপক্ষে কুর'আন মাজীদ ও ছহীহ হাদীছ হতে এবং ছাহাবা কিরামদের আমল ও পরবর্তী উলামায়ে মুজতাহিদীনদের তরফ থেকে কোনই প্রমাণপঞ্জী নেই। সেহেতু এটা ইসলামী শারীয়তে নতুন আবিষ্কার তথা বিদ'আত। যার পরিণাম গোমরাহী, পথভ্রষ্টতা ও জাহান্নাম।

১৫. প্রশ্নঃ মহান আল্লাহকে পূর্ণভাবে ভাল বাসা বা আনুগত্য করার উত্তম পদ্ধতি কী?

উত্তরঃ মহান আল্লাহকে পূর্ণভাবে ভালবাসার উত্তম পদ্ধতি হলোঃ খালেছ অন্তরে আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য করা, আর দ্বিধাহীন চিত্তে তাঁর রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম)-এর অনুসরণ করা। মহান আল্লাহর কথাই এর দলীল। যেমন তিনি বলেন,

﴿قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ (آل عمران: ٣١)

অর্থঃ "(হে রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম)আপনার উম্মাতদেরকে) আপনি বলে দিন, তোমরা যদি আল্লাহকে ভাল বাসতে চাও, তাহ'লে তোমরা আমারই অনুসরণ কর। তাহ'লে আল্লাহ তোমাদেরকে ভাল বাসবেন,আর তোমাদের পাপও ক্ষমা করে দেবেন। আর আল্লাহ হলেন ক্ষমাকারী দয়ালু।

(আল-ইমরান, ৩১)

১৬. প্রশ্নঃ আমাদের নবী মুহাম্মাদ (ছালালা-হু আলাইহি অ-সালাম) কে পূর্ণভাবে ভাল বাসা বা অনুসরণ করার উত্তম পদ্ধতি কী?

উত্তরঃ আমাদের নবী মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম) কে পূর্ণভাবে ভালবাসার উত্তম পদ্ধতি হলোঃ রাসূলুলাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি অ-সাল্লাম)-এর প্রত্যেকটা সুন্নাতকে দ্বিধাহীন চিত্তে যথাযথভাবে অন্তর দিয়ে ভালবাসা, আর সাধ্যানুযায়ী তা আমল করার চেষ্টা করা।

মহান আল্লাহর কথাই এর দলীল। যেমন তিনি বলেন,

﴿فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا﴾ (النساء: ٦٥)

অর্থঃ অতএব (হে মুহাম্মাদ! (ছালালা-হু আলাইহি অ-সালাম)) আপনার প্রতিপালকের কসম, তারা কখনই ঈমানদার হতে পারবে না যতক্ষণ তাদের মাঝে সৃষ্ট কোন ঝগড়া বা বিবাদের ব্যাপারে আপনাকে তারা ন্যায় বিচারক হিসাবে মেনে না নিবে অতঃপর তারা আপনার ফায়ছালার ব্যাপারে নিজেদের মনে কোনরূপ সংকীর্ণতা বোধ না করে, তা শান্তিপূর্ণভাবে কবূল করে নিবে"। (আন-নিসা, ৬৫)

এ মর্মে রাসূলুল্লা-হ (ছালালা-হু আলাইহি অ-সালাম) বলেছেন,

مَنْ أَحَبَّ سُنَّتِيْ فَقَدْ أَحَبَّنِيْ وَ مَنْ أَحَبَّنِيْ فَكَانَ مَعِيَ فِيْ الْجَنَّةِ

অর্থঃ "যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে ভাল বাসল, সে যেন আমাকে ভাল বাসল। আর যে ব্যক্তি আমাকে ভাল বাসল সে আমার সাথে জান্নাতে বসবাস করবে।"

১৭. প্রশ্নঃ বিদ'আতের অর্থ কী? বা বিদ'আত কাকে বলা হয় ?

উত্তরঃ পারিভাষিক অর্থে সুন্নাতের বিপরীত বিষয়কে 'বিদ'আত' বলা হয়। আর শারঈ অর্থে বিদ'আত হলোঃ "আল্লাহর নৈকট্য হাছিলের উদ্দেশ্যে ধর্মের নামে নতুন কোন প্রথা চালু করা, যা শরীয়তের কোন ছহীহ দলীলের উপরে ভিত্তিশীল নয়।" (আল-ই'তিছাম ১/৩৭পৃঃ)

১৮. প্রশ্নঃ বিদ'আতী কাজের পরিণতি কী কী?

উত্তরঃ বিদ'আতী কাজের পরিণতি হলো ৩ টি।

১. ঐ বিদ'আতী কাজ আল্লাহর দরবারে গৃহীত হবেনা।

২. বিদ'আতী কাজের ফলে মুসলিম সমাজে গোমরাহীর ব্যাপকতা লাভ করে।

৩. আর এই গোমরাহীর ফলে বিদ'আতীকে জাহান্নাম ভোগ করতে হবে।

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লা-হ (ছালালা-হু আলাইহি অ-সালাম) বলেন,

"مَنْ أَحْدَثَ فِيْ أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ " (متفق عليه)

অর্থঃ "যে ব্যক্তি আমাদের শরীয়তে এমন কিছু নতুন সৃষ্টি করল, যা তার মধ্যে নেই, তা প্রত্যাখ্যাত।" (বুখারী ও মুসলিম)

রাসূলুল্লা-হ (ছালালা-হু আলাইহি অ-সালাম) আরো বলেছেন,

" وَإِيَّاكُمْ وَ مُحْدَثَاتِ الأُمُوْرِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٍ وَ كُلَّ ضَلاَلَةٍ فِيْ النَّارِ "

অর্থঃ "আর তোমরা দ্বীনের মধ্যে নতুন সৃষ্টি করা হতে সাবধান থাক ! নিশ্চয় প্রত্যেক নতুন সৃষ্টিই বিদ'আত, আর প্রত্যেক বিদ'আতই হলো গোমরাহী, আর প্রত্যেক গোমরাহীর পরিণাম হলো জাহান্নাম।" (আহমাদ, আবূদাঊদ,তিরমিযী...)

১৯. প্রশ্নঃ আমাদের দেশে প্রচলিত কয়েকটি বড় ধরণের বিদআতী কাজ উল্লেখ করুন?

উত্তরঃ

১. 'মীলাদ মাহফিলের' অনুষ্ঠান করা।

২. 'শবে-বরাত' পালন করা।

৩. 'শবে-মেরাজ' পালন করা।

৪. মৃত ব্যক্তির কাযা বা ছুটে যাওয়া নামায সমূহের কাফ্ফারা আদায় করা।

৫. মৃত্যুর পর ৭ম, ১০ম, অথবা ৪০তম দিনে খাওয়া-দাওয়া ও দু'আর অনুষ্ঠান করা।

৬. ইছালে ছাওয়াব বা ছাওয়াব রেসানী বা ছাওয়াব বখশে দেওয়ার অনুষ্ঠান করা

৭. মৃত ব্যক্তির রুহের মাগফিরাতের জন্য অথবা কোন বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার উদ্দেশ্যে খতমে কুরআন অথবা খতমে জালালীর অনুষ্ঠান করা ইত্যাদি

৮. জোরে জোরে চিল্লিয়ে যিকর করা।

৯. হালকায়ে যিকিরের অনুষ্ঠান করা।

১০. পীর সাহেবের কাছে মুরীদ হওয়া

১১. মা-বোন ও স্ত্রীকে পীর সাহেবের কাছে মুরীদ হওয়ার জন্য এবং তাদের খেদমত করার জন্য পাঠানো।

১২. ফরয, সুন্নাত, ও নফল তথা বিভিন্ন ধরনের নামায শুরু করার পূর্বে মুখে উচ্চারণ করে নিয়্যাত পড়া।

১৩. পেশাব করার পরে পানি থাকা সত্ত্বেও অধিকতর পবিত্রতা অর্জনের উদ্দেশ্যে কুলুখ নিয়ে ২০,৪০,৭০ কদম হাটাহাটি করা, জোরে জোরে কাশি দেয়া, হেলা দুলা করা, পায়ে পায়ে কাচি দেয়া এসবই বেহায়া কাজ ও পরিষ্কার বিদ'আত।

১৪. অনেকে ধারণা করেন যে, তাবলীগ জামা'তের সাথে যেয়ে ৩টা অথবা ৭টা চিল্লা দিলে ১হজ্জ্বের সওয়াব হয়। এ সমস্ত কথা সবই বানোয়াট ও মিথ্যা, তথা বিদ'আত।

২০. প্রশ্নঃ যদি কোন ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ছালালা-হু আলাইহি অ-সালাম) এর নামে মিথ্যা হাদীছ তৈরি করে অর্থাৎ বানাওয়াটি ও মনগড়া কথা মানুষের সামনে বর্ণনা করে বা বই পুস্তকে লিখে প্রচার করে, তাহলে তার পরিণতি কী হবে?

উত্তরঃ যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ছালালা-হু আলাইহি অ-সাল-াম)-এর নামে মিথ্যা হাদীছ রচনা করে মানুষের কাছে বর্ণনা করে তার পরিণতি হবে জাহান্নাম। রাসূলের কথাই এর দলীল, যেমন তিনি বলেন,

"مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّداً فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ "

"যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আমার নামে মিথ্যা বলে, সে জাহান্নামে তার স্থান নির্দিষ্ট করে নেয়।"

২১. প্রশ্নঃ আল্লাহ তা'আলা নাবী ও রাসূলগণকে দুনিয়ায় কী জন্য পাঠিয়েছিলেন?

উত্তরঃ আল্লাহ তা'আলা অগণিত, অসংখ্য নবী ও রাসূলগণকে দুনিয়ায় পাঠিয়েছিলেন, তাদের মাধ্যমে মানুষদেরকে আল্লাহর ইবাদতের দিকে তথা আল্লাহর একত্ববাদের দিকে দাওয়াত দেয়ার জন্য। আর আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে অংশীদার স্থাপন করা থেকে মানুষদেরকে বিরত রাখার জন্য। আল্লাহ তা'আলার কথাই এর দলীল। যেমন তিনি বলেন,

﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ اعْبُدُواْ اللهَ وَاجْتَنِبُواْ الطَّاغُوتَ﴾

(سورة النحل:٣٦)

অর্থঃ "আল্লাহর ইবাদত করার ও তাগুতকে বর্জন করার নির্দেশ দেয়ার জন্যে আমি তো প্রত্যেক জাতির নিকট রাসূল পাঠিয়েছি"। (আন্ নাহল, ৩৬)

২২. প্রশ্নঃ ইবাদতের অর্থ কী? এবং 'ইবাদত' কালিমা, নামায, রোযা, হাজ্জ ও যাকাত এ কয়টির মধ্যেই কি সীমাবদ্ধ?

উত্তরঃ ইবাদতের অর্থঃ প্রকাশ্য এবং গোপনীয় ঐ সকল কাজ ও কথা যা আল্লাহ তা'আলা ভালবাসেন বা যার দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা যায় তাকে ইবাদত বলা হয়।

***ইবাদতঃ** কালেমা, নামায, রোযা, হাজ্জ ও যাকাত এ কয়টির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। আল্লাহ তা'আলার কথাই এর দলীল, যেমন তিনি বলেন,

﴿قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾

(سورة الأنعام:١٦٢)

অর্থঃ "(হে রাসূল" (ছালালা-হু আলাইহি অ-সালাম)) আপনি বলে দিন যে, নিশ্চয়ই আমার নামায, আমার কুরবানী, এবং আমার জীবন ও মরণ সব কিছুই সেই আল্লাহর জন্য যিনি সারা বিশ্বের প্রতিপালক।" (সূরা আনআম, ১৬২)

উক্ত আয়াত দ্বারা এটাই প্রমাণিত হ'ল যে, কালেমা, নামায, রোযা, হাজ্জ ও যাকাত ছাড়াও মানুষের জীবনের প্রতিটি ভাল কথা ও কাজ ইবাদতের ভিতর গণ্য। যেমন দু'আ করা, বিনয় ও নম্রতার সাথে ইবাদত করা, হালাল উপার্জন করা ও হালাল খাওয়া, দান-খয়রাত করা, পিতা-মাতার সেবা করা, প্রতিবেশী ও আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদাচরণ করা, এবং সর্ব কাজে ও কথায় সত্যাশ্রয়ী হওয়া, এবং মিথ্যা বর্জন করা ইত্যাদি।

২৩. প্রশ্নঃ আল্লাহর নিকট সবচেয়ে বড় পাপের কাজ কোনটি?

উত্তরঃ আল্লাহর নিকট সবচেয়ে বড় পাপের কাজ হলো, বড় শিরক। আল্লাহ তা'আলার কথাই এর দলীল। যেমন তিনি বলেন,

﴿وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ (سورة لقمان:١٣)

অর্থঃ " লোকমান (আঃ) তাঁর ছোট ছেলেকে উপদেশ দিতে যেয়ে বলেছিলেন, হে আমার ছোট ছেলে! তুমি আল্লাহর সাথে কাউকে অংশীদার স্থাপন করবে না। কেননা শিরক হলো সবচেয়ে বড় যুলুম" (অর্থাৎ বড় পাপের কাজ)।

২৪. প্রশ্নঃ বড় শির্ক কাকে বলা হয়? এবং বড় শির্ক কয়টি ও কী কী?

উত্তরঃ বড় শিরক হলোঃ বিভিন্ন প্রকার ইবাদতের মধ্য হ'তে কোন ইবাদত আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো সন্তুষ্টির জন্যে নির্ধারণ করা। যেমন আল্লাহ ছাড়া কোন পীর-ফকীর বা অলী-আউলিয়াদের কাছে সন্তান চাওয়া, ব্যবসা বাণিজ্যে আয়-উন্নতির জন্যে বা কোন বিপদ থেকে মুক্তির জন্যে কোন পীর ফকীরের নামে মান্নত দেয়া, কোন জানোয়ার যবেহ করা ইত্যাদি। আল্লাহর কথাই এর দলীল, যেমন তিনি বলেন,

﴿وَلاَ تَدْعُ مِن دُونِ اللّهِ مَا لاَ يَنفَعُكَ وَلاَ يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ﴾ (سورة يونس:١٠٦)

অর্থ: "(হে মুহাম্মাদ! (ছালালা-হু আলাইহি অ-সালাম)) আপনি আল্লাহ ব্যতীত এমন আর কোন বস্তুর ইবাদত করবেন না, যা আপনার কোন প্রকার ভাল ও মন্দ করার ক্ষমতা রাখে না। কাজেই হে নবী! আপনি যদি এমন কাজ করেন, তাহ'লে আপনিও যালেমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবেন।" (সূরা ইউনূস, ১০৬)

বড় শিরকের কোন সংখ্যা নির্ধারিত নেই তবে বড় শিরকের শাখা প্রশাখা অনেক, তার মধ্য হ'তে কয়েকটি নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

১. আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যকে ডাকা, অন্যের কাছে সাহায্য চাওয়া।
২. আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে খুশী করার জন্য যবেহ করা।
৩. আল্লাহ ছাড়া অন্যের সামে মান্নত মানা।
৪. কবরবাসীর সন্তুষ্টি লাভের জন্য তার কবরের চারি পার্শ্বে তাওয়াফ করা ও কবরের পাশে বসা।

৫. বিপদে-আপদে আল্লাহ ছাড়া অন্যের উপর ভরসা করা।

২৫. প্রশ্নঃ বড় শির্কের দ্বারা মানুষের কি ক্ষতি হয়?

উত্তরঃ বড় শিরকের দ্বারা মানুষের সৎ আমল সব নষ্ট হয়ে যায়, জান্নাত হারাম হয়ে যায়। চিরস্থায়ী ঠিকানা জাহান্নামে নির্ধারিত হয়। আর তার জন্যে পরকালে কোন সাহায্যকারী থাকেনা। আল্লাহর কথাই এর দলীল যেমন তিনি বলেন,

﴿لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ (سورة الزمر:٦٥)

অর্থঃ "(হে নবী! (ছালালা-হু আলাইহি অ-সালাম)) আপনি যদি শিরক করেন– তাহ'লে নিশ্চয়ই আপনার আমল সমূহ নষ্ট হয়ে যাবে। আর আপনি অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবেন" (যুমার, ৬৫)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ﴾ (سورة المائدة:٧٢)

অর্থঃ "নিশ্চয়ই আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে অংশীদার বানায়, আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দেন, তার চিরস্থায়ী বাসস্থান হবে জাহান্নাম। এ সমস্ত যালেম তথা মুশরিকদের জন্য কেয়ামতের দিন কোন সাহায্যকারী থাকবে না।" (সূরা মায়িদাহ,৭২)

২৬. প্রশ্নঃ শির্ক মিশ্রিত সৎ আমল আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য হবে কি?

উত্তরঃ না, শিরক মিশ্রিত সৎ আমল সবই নষ্ট হয়ে যায়, যার ফলে তা আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য হবে না। উল্লেখিত সূরা যুমারের ৬৫ নং আয়াত এর স্পষ্ট দলীল।

২৭. প্রশ্নঃ মৃত অলী-আওলিয়াদের দ্বারা এবং অনুপস্থিত জীবিত অলী-আওলিয়াদের দ্বারা অছীলা করে দু'আ করা এবং বিপদে-আপদে পড়ে সাহায্য চাওয়া জায়েয কি না?

উত্তরঃ জায়েয নয়। আল্লাহর কথাই এর দলীল। যেমন তিনি বলেন,

﴿إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ﴾ (سورة الأعراف:١٩٤)

অর্থঃ "আল্লাহকে বাদ দিয়ে তোমরা যাদেরকে ডাক, তারা তো সবাই তোমাদের মতই বান্দা।" (আরাফ, ১৯৪)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاء وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ﴾ (سورة النحل:٢١)

অর্থঃ "তারা তো মৃত, প্রাণহীন, এবং তাদেরকে কবে পুণরুত্থিত করা হবে তারা তাও জানে না।" (নাহল, ২১) এ মর্মে রাসূলুল্লা-হ (ছালালা-হু আলাইহি অ-সালাম) তাঁর চাচাত ভাই আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) কে লক্ষ্য করে বলেছিলেন,

"وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْئَلِ اللهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللهِ"

অর্থঃ "যখন তুমি কোন কিছু চাইবে, তখন একমাত্র আল্লাহর কাছেই চাইবে। আর যখন তুমি কোন সাহায্য চাইবে, তখন একমাত্র মহান আল্লাহর কাছেই সাহায্য চাইবে"।

২৮. প্রশ্নঃ উপস্থিত জীবিত ব্যক্তিদের কাছে সাহায্য চাওয়া জায়েয কি?

উত্তরঃ হ্যাঁ, জায়েয, উপস্থিত জীবিত ব্যক্তি তিনি যে সমস্ত বস্তু সাহায্য করার ক্ষমতা রাখেন, সে সমস্ত বস্তু তার কাছে সাহায্য চাওয়া যাবে। এতে কোন অসুবিধা নেই। আল্লাহর কথাই এর দলীল, যেমন তিনি বলেন,

﴿فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِن شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ﴾ (سورة القصص:١٥)

অর্থঃ “মূসা (আলাইহিছ ছালাতু অস-সালাম) এর দলের লোকটি তার শত্রুর বিরুদ্ধে মূসা (আলাইহিছ ছালাতু অস-সালাম) এর সাহায্য প্রার্থনা করল, তখন মূসা (আলাইহিছ ছালাতু অস-সালাম) তাকে ঘুষি মারলেন, এভাবে তিনি তাকে হত্যা করে ফেললেন। (সূরা ক্বাসাস, ১৫)

আল্লাহ তা’আলা আরো বলেন,

﴿وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ (سورة المائدة:٢)

অর্থঃ “তোমরা পরস্পরকে সাহায্য কর নেক কাজ করতে এবং পরহেজগারীর ব্যাপারে। তবে পাপ কাজে ও শত্রুতার ব্যাপারে তোমরা একে অপরকে সাহায্য করো না।” (সূরা মায়িদাহ, ২) এ মর্মে রাসূলুল্লা-হ (ছালালা-হু আলাইহি অ-সালাম) বলেন,

والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه (رواه مسلم)

অর্থঃ “কোন বান্দা যতক্ষণ তার ভাইয়ের সাহায্যে রত থাকবে ততক্ষণ আল্লাহ সেই বান্দার সাহায্যে নিয়োজিত থাকবেন।” (মুসলিম)

২৯. প্রশ্নঃ আল্লাহ ছাড়া অন্যের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা কি জায়েয?

উত্তরঃ না, যে সমস্ত বিষয়ে একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কেউই সাহায্য করার ক্ষমতা রাখে না, সে সমস্ত বিষয়ে আল্লাহ ছাড়া অন্যের কাছে সাহায্য চাওয়া না জায়েয তথা শিরক। আল্লাহর কথাই এর দলীল–

যেমন তিনি বলেন,

﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ (سورة الفاتحة:٥)

অর্থঃ "(হে আল্লাহ!) আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি আর একমাত্র তোমার কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করি।" (সূরা ফাতিহা, ৫)

৩০. প্রশ্নঃ আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে মান্নত করা জায়েয কি ?

উত্তরঃ না, একমাত্র আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে মান্নত করা জায়েয নয়। আল্লাহ তা'আলার কথাই এর দলীল, যেমন তিনি বলেন,

﴿رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا﴾ (سورة آل عمران:٣٥)

অর্থঃ "(এমরানের স্ত্রী বিবি হান্নাহ) আল্লাহকে লক্ষ্য করে বলেন, হে আমার রব্ব ! আমার পেটে যে সন্তান আছে তা আমি মুক্ত করে আপনার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করে দিয়েছি।" (আলে এমরান, ৩৫)

৩১.প্রশ্নঃ যাদুর বিধান কী? এবং যাদুকরের শাস্তি কী?

উত্তরঃ যাদুর বিধান হলোঃ কাবীরাহ গোনাহ, আর কখনো কুফরী। অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে যাদুকর কখনো মুশরিক, কখনো কাফির আবার কখনো ফিৎনা সৃষ্টিকারী হিসেবে গণ্য হয়ে থাকে। যাদুকরের কার্যক্রম অনুযায়ী কখনো তার শাস্তি হিসেবে, তাকে হত্যা করা ওয়াজিব। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ﴾ (سورة البقرة:١٠٢)

অর্থঃ "কিন্তু শয়তানরাই কুফরী করেছিল, আর তারা মানুষদেরকে যাদু বিদ্যা শিক্ষা দিত।" (বাক্বারাহ, ১০২)

৩২. প্রশ্নঃ গণক ও জ্যোতিষীরা কি গায়েবের খবর রাখে? এবং গণক ও জ্যোতিষীদের কথা বিশ্বাস করার বিধান কী?

উত্তরঃ না, গণক ও জ্যোতিষীরা গায়েবের খবর রাখে না। আল্লাহ তা'আলার কথাই এর দলীল। যেমন তিনি বলেন,

﴿قُل لاَّ يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ الْغَيْبَ إِلاَّ اللهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ﴾ (سورة النمل:٦٥)

অর্থঃ "(হে রাসূল! (ছালালা-হু আলাইহি অ-সালাম) আপনি বলেদিন, একমাত্র মহান আল্লাহ ছাড়া আসমান ও যমীনে আর যারা থাকে তাদের কেহই গায়েবের খবর রাখে না।" (নামল, ৬৫)

*** গণক ও জ্যোতিষীদের কথা বিশ্বাস করার বিধান হলোঃ** গণক ও জ্যোতিষীদের কথায় বিশ্বাস করা হলো আল্লাহর সাথে কুফুরী করা। যেমন এ প্রসঙ্গে নবী করীম (ছালালা-হু আলাইহি অ-সালাম) বলেছেন,

"مَنْ أَتَى عَرَّافاً، أَوْ كَاهِناً، فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُوْلُ ، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ" . (صحيح رواه أحمد)

অর্থঃ "যে ব্যক্তি গণক ও জ্যোতিষীদের নিকট গেল, অথবা তারা যা বলল, তা বিশ্বাস করল, তাহলে সে মুহাম্মাদ (ছালালা-হু আলাইহি অ-সালাম)-এর উপর যা অবতীর্ণ করা হয়েছে অর্থাৎ 'কুরআন মাজীদ' তার সাথে কুফুরী করল। (অর্থাৎ সে আল্লাহর সাথেই কুফুরী করল) (আহমাদ)

৩৩. প্রশ্নঃ আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে শপথ করা কি জায়েয?

উত্তরঃ না, আল্লাহ ছাড়া আর কারো নামে কসম করা বা শপথ করা জায়েয নয়।

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লা-হ (ছালালা-হু আলাইহি অ-সালাম) বলেছেন,

"مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ فَقَدْ أَشْرَكَ " (صحيح رواه أحمد)

অর্থঃ "যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে শপথ করল, সে আল্লাহর সাথে অংশীদার স্থাপন করল।" (আহমাদ)

৩৪. প্রশ্নঃ বিভিন্ন ধরনের রোগ থেকে মুক্তির জন্য এবং মানুষের বদ নযর হ'তে রক্ষা পাওয়ার জন্য বিভিন্ন ধরনের ধাতু দ্বারা নির্মিত যেমন স্বর্ণ, রৌপ্য, পাথর, তামা ও লোহার আংটি, মাদুলি, বালা ব্যবহার করা এমনিভাবে কাপড়ের টুকরা, ফিতা ও সূতার কায়তান এবং এ জাতীয় আরো অন্য কিছু ব্যবহার করা। এ ছাড়া কুরআন শরীফের আয়াত, বা আয়াতের নাম্বার জাফরানের কালি দিয়ে লিখে এবং বিভিন্ন ধরনের নকশা এঁকে দোয়া, তাবিজ ও কবয বানিয়ে তা হাতে, কোমরে, গলা ও মাথায় ঝুলানোর বিধান কী?

উত্তরঃ বিভিন্ন ধরণের রোগ-ব্যাধি হ'তে মুক্তি পাওয়ার জন্যে এবং মানুষের বদ নযর হ'তে রক্ষা পাওয়ার জন্যে উল্লেখিত বিভিন্ন ধরনের আংটি, মাদুলি, বালা, কাপড়ের টুকরা, সুতার কায়তান এবং কুরআন শরীফের আয়াত বা নাম্বার লিখে অথবা কোন নকসা এঁকে তার দ্বারা তাবিয ও কবচ বানিয়ে হাতে কোমরে গলা ও মাথায় ব্যবহার করা বা ঝুলানো পরিস্কার শিরক। আল্লাহর কথাই এর দলীল। যেমন তিনি বলেন,

﴿وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللهُ بِضُرٍّ فَلا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾

অর্থঃ "আল্লাহ যদি আপনার উপর কোন কষ্ট ও বিপদ-আপদ আরোপ করেন, তাহ'লে একমাত্র সেই আল্লাহ ছাড়া আর কেউ তা দূর করতে পারে না।" (সূরা আন'আম, ১৭)

৩৫. প্রশ্নঃ কোন্ কোন্ জিনিসের দ্বারা আমরা আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে পারি ?

উত্তরঃ আমরা ৩ টি জিনিসের দ্বারা আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে পারি। যেমনঃ

১. বিভিন্ন ধরনের সৎ আমলের দ্বারা।

২. মহান আল্লাহর সুন্দরতম ও গুণবাচক নাম সমূহের দ্বারা

৩. আর নেক্‌কার জীবিত ব্যক্তিদের দোয়ার মাধ্যমে। আল্লাহর কথাই এর দলীল, যেমন তিনি বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَابْتَغُواْ إِلَيهِ الْوَسِيلَةَ﴾ (سورة المائدة:٣٥)

অর্থঃ "হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, এবং তাঁর সান্নিধ্য অন্বেষণ কর।" (সূরা মায়িদাহ, ৩৫) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَلِلّهِ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا﴾ (سورة الأعراف:١٨٠)

অর্থঃ "আর আল্লাহর জন্যে সুন্দর সুন্দর ও ভাল নাম রয়েছে সুতরাং তোমরা তাকে সে সব নাম ধরেই ডাকবে।" (সূরা আরাফ, ১৮০)

৩৬. প্রশ্নঃ কোন্ কোন্ জিনিসের অসীলা করে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করার জন্য চেষ্টা করা নিষেধ?

উত্তরঃ যে সমস্ত জিনিসের অসীলা করে আল্লাহর নৈকট্য লাভের চেষ্ট করা নিষেধ তার মধ্য হ'তে কয়েকটি নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

১. মৃত ব্যক্তিদের অসীলা করা।

২. অনুপস্থিত জীবিত ব্যক্তিদের অসীলা করা।

৩. পীর-মুর্শিদ ওলী-আউলিয়া এমন কি নাবী-রাসূলগণের ব্যক্তি সত্তার দ্বারা অসীলা করা।

৩৭. প্রশ্নঃ জীবিত মানুষের নিকটে দু'আ চাওয়া কি জায়েয?

উত্তরঃ হাঁ, জীবিত মানুষের নিকটে দু'আ চাওয়া জায়েয। তবে মৃত মানুষের নিকট জায়েয নয়। আল্লাহ তা'আলার কথাই এর দলীল, যেমন তিনি বলেন,

﴿وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾ (سورة محمد١٩:)

অর্থঃ "(হে রাসূল! (ছালালা-হু আলাইহি অ-সালাম)) আপনি প্রথমে আপনার গোনাহ খাতার জন্য এরপর মু'মিন নারী ও পুরুষদের জন্য মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন।

৩৮. প্রশ্নঃ জীবিত মানুষের দ্বারা সুপারিশ চাওয়া কি জায়েয?

উত্তরঃ হাঁ জায়েয, দুনিয়াবী বিষয়ে জীবিত মানুষের দ্বারা সুপারিশ চাওয়া জায়েয। আল্লাহর কথাই এর দলীল, যেমন তিনে বলেন,

﴿مَّن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَّهُ كِفْلٌ مِّنْهَا﴾ (سورة النساء:٨٥)

অর্থঃ "যে ব্যক্তি কারো জন্যে ভাল কাজের সুপারিশ করবে সে তার জন্য অংশ পাবে, আর যে ব্যক্তি কোন খারাপ কাজের জন্য সুপারিশ করবে সে তার জন্য অংশ পাবে।" (আন্ নিসা, ৮৫)

৩৯.প্রশ্নঃ ধর্মীয় ব্যাপারে কোন মতানৈক্য দেখা দিলে তার ফায়ছালা কি ভাবে করতে হবে ?

উত্তরঃ ধর্মীয় ব্যাপারে কোন মতানৈক্য দেখা দিলে, তার ফায়সালার জন্য আল্লাহর পবিত্র কুরআন এবং তাঁর রাসূলের

সহীহ হাদীসের ফায়সালার দিকে ফিরে যেতে হবে। মহান আল্লাহর কথাই এর দলীল। যেমন তিনি বলেন,

﴿ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَىٰ اللهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّه وَالْيَوْمِ الآخِرِ﴾ (سورة النساء:٥٩)

অর্থঃ 'অত:পর যদি তোমাদের মাঝে কোন বিষয়ে মতানৈক্য দেখা দেয়, তাহ'লে ফায়সালার জন্য উক্ত বিষযটিকে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের (ফায়সালার) দিকে ফিরিয়ে দিতে হবে।" (আন্ নিসা, ৫৯)

মৃত ব্যক্তি এবং ক্ববর সংক্রান্ত কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ মাস'আলাহ

(المسائل المهمة التي تتعلق بالميت و القبور)

১. ক্ববর উঁচু করা, ক্ববর পাকা ও চুনকাম করা, ক্ববরের উপর সমাধি নির্মাণ করা, ক্ববরের গায়ে নাম লেখা, ক্ববরের উপরে বসা, ক্ববরের দিকে ফিরে নামায পড়া এসবই নিষেধ তথা হারাম। (মুসলিম,তিরমিযী ও মিশকাত হা/১৭০৯)

২. ক্ববর যিয়ারত কারিণী মহিলাদের এবং ক্ববরে মসজিদ নির্মাণ ও ক্ববরে বাতি দানকারীদের বিরুদ্ধে রাসূলুল্লা-হ (ছালালা-হু আলাইহি অ-সালাম) লা'নত করেছেন। (আহমাদ, নাসায়ী, আবূদাউদ ও তিরমিযী, তিরমিযী হাদিছটিকে হাসান বলেছেন) ৩. রাসূলুল্লা-হ (ছালালা-হু আলাইহি অ-সালাম) ক্ববরের নিকটে গরু-ছাগল, হাঁস-মুর্গী, ইত্যাদি যবেহ করতে নিষেধ করেছেন। জাহেলী যুগে দানশীল ও নেককার ব্যক্তিদের ক্ববরের পাশে এগুলি করা হ'ত। (আবূ-দাউদ)

৪. এমনিভাবে রাসূলুল্লা-হ (ছালালা-হু আলাইহি অ-সালাম) ক্ববরে গিলাফ চড়ানো বা ক্ববর ঢেকে রাখতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। (বুখারী, মুসলিম,ফিকহুস সুন্নাহ ১/২৯৫-৯৬)

ক্ববরে প্রচলিত শিরকসমূহঃ

১. ক্ববরে সিজদা করা।

২. ক্ববরের দিকে ফিরে নামায পড়া।

৩. ক্ববরকে কেন্দ্র ক'রে মসজিদ নির্মাণ করা।

৪. ক্ববরবাসীর নিকটে কিছু কামনা করা এবং তার অসীলায় মুক্তি প্রার্থনা করা।

৫. ক্ববরবাসীকে খুশী করার জন্য ক্ববরে নযর -নেয়ায ও টাকা-পয়সা দেয়া।

৬. ক্ববরবাসীর জন্য মান্নত করা, ছাগল-গরু, হাঁস-মুর্গী হাজত দেওয়া এবং সেখানে ওরস ইত্যাদি করা।

৭. মাযারে নযর-নেয়ায না দিলে মৃত পীরের বদ দু'আয় সব ধ্বংস হয়ে যাবে, এই ধারনা পোষণ করা।

৮. সেখানে নযর ও মান্নত করলে পরীক্ষায় বা মামলায় বা কোন বিপদে মুক্তি পাওয়া যাবে বলে বিশ্বাস করা।

৯. খুশীর কোন কাজে মৃত পীরের মাযারে শুকরিয়া স্বরূপ পয়সা না দিলে পীরের বদ দু'আ লাগবে, এমন ধারণা পোষণ করা।

১০. নদী ও সাগরের মালিকানা খিযর (আঃ) এর মনে করে সাগরে বা নদীতে হাদীয়া স্বরূপ টাকা-পয়সা নিক্ষেপ করা।

১১. মৃত পীরের পোষা কুমীর, কচ্ছপ, গজার মাছ, কবুতর ইত্যাদিকে বিশেষ মর্যাদাপূর্ণ ও ক্ষমতাশালী মনে করা ইত্যাদি।

শির্কের ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ বলেন,

﴿ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ ﴾ (سورة المائدة:٧٢)

অর্থঃ "যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শিরক করবে, আল্লাহ্ তার উপর জান্নাতকে হারাম করে দিবেন, আর তার চিরস্থায়ী ঠিকানা

হবে জাহান্নাম। এ ছাড়া পরকালীন জীবনে এ সমস্ত যালেম তথা মুশরিকদের জন্য কোন সাহায্যকারী থাকবে না।" (মায়েদাহ, ৭২)

মৃত্যুর পরে প্রচলিত বিদ'আত সমূহঃ

১. মাইয়েতের শিয়রে বসে কুর'আন তেলাওয়াত করা।

(তালখীছুল হাবীর, ৯৭)

২. মাইয়েতের নখ কাটা ও গুপ্তাঙ্গের লোম ছাফ করা। (৯৭)

৩. নাক, কান, গুপ্তাঙ্গ প্রভৃতি স্থানে তুলা ভরা। (৯৭)

৪. দাফন না করা পর্যন্ত পরিবারের লোকদের না খেয়ে থাকা। (৯৭-৯৯)

৫. চীৎকার দিয়ে কান্নাকাটি করা, বুক চাপড়ানো, কাপড় ছেঁড়া,

মাথা ন্যাড়া করা, দাড়ি-গোঁফ না মুন্ডানো ইত্যাদি। (১৮, ৯৭)

৬. তিন দিনের অধিক (সপ্তাহ, মাস, ছয় মাস ব্যাপী) শোক পালন করা। (৭৩) (কেবল স্ত্রী ব্যতীত। কেননা তিনি ৪ মাস ১০ দিন ইদ্দত পালন করবেন।)

৭. কাফির, মুশরিক ও মুনাফিকদের জন্য দু'আ করা। (৪৮)

৮. শোক দিবস পালন করা, শোক সভা করা এবং এজন্য খানা পিনার আয়োজন করা ইত্যাদি। (৭৩,৭৪)

৯. জানাযার পিছে পিছে উচ্চৈঃস্বরে যিকর বা তিলাওয়াত করতে করতে চলা। (১০০)

১০. জানাযার নামায শুরু করার আগে মাইয়েত কেমন ছিলেন বলে লোকদের জিজ্ঞেস করা।

১১. জানাযার নামাযের আগে বা দাফনের পরে তার শোকগাঁথা বর্ণনা করা।

১২. জুতা পাক থাকা সত্ত্বেও জানাযার নামাযে জুতা খুলে দাঁড়ানো। (১০১)

১৩. ক্ববরে মাইয়েতের উপরে গোলাপ পানি ছিটানো। (১০২)

১৪. ক্ববরের উপরে মাথার দিক থেকে পায়ের দিকে এবং পায়ের দিক থেকে মাথার দিকে পানি ছিটানো। অতঃপর অবশিষ্ট পানিটুকু কবরের মাঝখানে ঢেলে দেওয়া। (১০৩)

১৫. সূরায়ে ফাতিহা, ক্বদর, কাফেরূন, নছর, ইখলাছ, ফালাক্ব ও নাস– এ সাতটি সূরা পাঠ করে দাফনের সময় বিশেষ দু'আ পড়া। (১০২)

১৬. ক্ববরের কাছে বসে কুরআন তেলাওয়াত ও কুরআন খতম করা। (১০৪)

১৭. ক্ববরের উপরে শামিয়ানা টাঙ্গানো (১০৪) এমনিভাবে কবরের উপরে বাতি জ্বালানো, ফ্যান চালানো এবং ফুল ছিটানো ইত্যাদি ।

১৮. প্রতি জুমু'আর দিনে, আশূরা, শবে-বরাত, রামাযান ও দুই ঈদে বিশেষভাবে ক্ববর যিয়ারাত করা।

১৯. ক্ববরের সামনে হাত জোড় করে দাঁড়ানো এবং সূরায়ে ফাতিহা ১বার, সূরা ইখলাছ ১১বার অথবা সূরা ইয়াসীন ১বার পড়া। (১০৫)

২০. কুরআন পাঠকারীকে উত্তম খানা ও টাকা-পয়সা দেওয়া অথবা এ বিষয়ে অছিয়াত করে যাওয়া। (১০৪,১০৬)

২১. ক্ববরকে সুন্দর করা, ক্ববরে চুম্বন করা। (১০৭, ১০৮)

২২. ক্ববরের গায়ে মৃত ব্যক্তির নাম লেখা এবং মৃত্যুর তারিখ লেখা । (১০৯)

২৩. ক্ববরের গায়ে বরকত মনে করে পেট ও পিঠ ঠেকানো ইত্যাদি । (১০৮)

২৪. ত্রিশ পারা কুরআন (বা সূরা ইয়াসীন বা লাখ কালিমা) পড়ে বখশে দেওয়া। যা আমাদের দেশে "কুলখানি" বলে।

২৫. মৃত্যুর পর ১ম,৩য়,৭ম বা ১০ম দিনে বা ৪০ দিনে চেহলাম বা চল্লিশার অনুষ্ঠান করা এবং সেখানে খানাপিনার ব্যবস্থা করা। (১০৩)

২৬. মৃত্যু বার্ষিকী পালন করা। (১০৪, ১০৬)

২৭. নামায, ক্বিরা'আত এবং অন্যান্য ইবাদাত সমূহের নেকী মৃত্যু ব্যক্তিদের জন্য হাদিয়া দেওয়া। (১০৬) যাকে এদেশে ইছালে ছাওয়াব বা ছাওয়াব রেসানী বা বখশে দেওয়া বলা হয়।

২৮. আমল সমূহের ছাওয়াব রাসূলুল্লা-হ (ছালালা-হু আলাইহি অ- সালাম) এর নামে বা অন্যান্য নেককার মৃত ব্যক্তিদের নামে বখশে দেওয়া । (১০৬)

২৯. মৃত্যুর সাথে সাথে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেছে বলে ধারণা করা।

৩০. জানাযার সময় স্ত্রীর নিকট থেকে মোহরানা মাফ করিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করা ।

৩১. জানাযার সময় মৃত ব্যক্তির ক্বাযা নামায সমূহের বা উমরী ক্বাযার কাফফারা স্বরূপ টাকা আদায় করা।

৩২. মৃত্যুর পরপরই ফকীর মিসকীনদের মধ্যে চাউল ও টাকা পয়সা বিতরণ করা।

৩৩. ক্ববরে মোমবাতি, আগরবাতি জ্বালানো, গোলাপ পানি ও ফুল ছিটানো ইত্যাদি ।

৩৪. মৃতের রূহের মাগফিরাতের জন্য বাড়ীতে মীলাদ দেওয়া বা ওয়ায মাহফিল করা।

৩৫.নববর্ষ, শবে-বরাত, ইত্যাদিতে কোন বুযুর্গ ব্যক্তিকে ডেকে ক্ববর যিয়ারাত করিয়ে নেওয়া ও তাকে বিশেষ সম্মানী প্রদান করা।

৩৬. শবে-বরাতে ঘর-বাড়ী পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে মৃত স্বামীর রূহের আগমনের অপেক্ষায় তার পরিত্যক্ত কক্ষে বা অন্যত্র সারা রাত জেগে বসে থাকা ও ইবাদাত বন্দেগী করা।

৩৭. ক্ববর যিয়ারত করে ফিরে আসার সময় কবরের দিকে মুখ করে বেরিয়ে আসা ।

৩৮. ক্ববরের উপরে একটি বা চার কোণে চারটি কাঁচা খেজুরের ডাল পোতা বা কোন ফল বা ফুলের গাছ লাগানো এই ধারণা করে যে, এর প্রভাবে ক্ববরের আযাব হালকা হবে ।

বিঃদ্রঃ মৃত ব্যক্তি এবং কবর সংক্রান্ত বিষয়ে প্রচলিত শিরক ও বিদ'আত সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব প্রণীত "ছালাতুর রাসূল ﷺ" পড়ুন।

التوحيد والشرك

إعداد :
الشيخ أبو الكلام أزآد

إصدارات المكتب من الكتب

শিরকের বাহন

ড. ইব্রাহীম বিন মুহাম্মাদ আল বুরায়কান

অনুবাদঃ বাংলা বিভাগ

বাঙালি 1401045

আস-সুলাই ইসলামী দা'ওয়া সেন্টার

E.mail: sulay@w.cn

التوحيد والشهادتين

وسائل الشرك

ত্বাইয়িবার তাৎপর্য

অনুবাদঃ আবুল কালাম আযাদ

বাঙালি 1401043

আস-সুলাই ইসলামী দা'ওয়া সেন্টার

E.mail: sulay@w.cn

কুরআন ও হাদীছ থেকে সংকলিত

দৈনন্দিন যিকর ও দু'আর সমাহার

লেখকঃ সাঈদ বিন আলী বিন ওয়াহাফ আল-কাহতানী

অনুবাদঃ মুহাঃ এনামুল হক

মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

বাঙালি 1401003

আস-সুলাই ইসলামী দা'ওয়া সেন্টার

E.mail: sulay@w.cn

كيف اهتديت إلى التوحيد

حصن المسلم

http://www.shorolpoth.com

إعداد

قسم الجاليات بالمكتب

ب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالسلي

/١٤١٩ الرياض/١١٤٣١ هاتف/٢٤١٠٦١٥ ناسوخ/٢٤١٤٤٨٨-٢٣٢

البريد الإلكتروني/ sulay@w.cn